সুটকেস

সুটকেস

ইশতিয়াক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Suitcase by Isteaque Ahmed
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021

Price : 200.00
US $ 10

ISBN 978 984 95481 9 5

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

ঢাকা থেকে সিডনীর দুরত্ব নয় হাজার একাত্তর কিলোমিটার।
নারায়ণগঞ্জের দুরত্ব যোগ করলে হয়তো আরেকটু বাড়বে। সে এক দীর্ঘ পথ। মাঝখানে কত মহাদেশ, কত মহাসাগর।
এসবের ঠিক ওপাশে আমার দুই আপনজন থাকে। কিছুদিন আগে পৃথিবীতে এসেছে। আমার বোনের দুই কন্যা। জমজ। দেখতে দেখতে না দেখার ছয় মাস পার হয়ে গেছে।
যে বয়সটাতে একজন মামা কোলে করে তাদের শহর দেখাবে। কাঁধে করে ঘুরবে। রিকশায় চলতে চলতে কানে কানে বলবে, এই শহরে তোদের কোনো ভয় নেই। তোদের একজন মামা আছে।
বলা যাচ্ছে না।
শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে ইনশায়াল্লাহ। শীঘ্রই আমরা হয়তো এই শহর ঘুরে বেড়াবো।

নিদা এবং নাবাকে...

নীরা জাহিদের রান্নাঘরে ঢুকে নাক চেপে ধরল।

জিজ্ঞাসা করল, এটা কি রান্নাঘর?

জাহিদ অর্ধেক হ্যাঁ আর অর্ধেক না-এর মাঝে মাথা নাড়ল, হুম্।

নীরা কটমট করে তাকিয়ে বলল, তোমার এখানে ভেজালবিরোধী অভিযানের ম্যাজিস্ট্রেট এলে মিনিমাম দুই লাখ টাকা জরিমানা করবে।

জাহিদ বলল, তুমি একটা কথা বললেই আমার শাস্তি হয়ে যাবে। আমার ওই দুই লাখ টাকার ভয় নাই। কারণ আমাকে বিক্রি করে বারোশো টাকাও পাবে না। দুই লাখ তো অনেক পরের বিষয়। আচ্ছা, জরিমানা কি কিস্তিতে দেওয়া যায়?

বলে দেখতে পারো। নীরা জবাব দেয়। কত করে দিতে চাও?

এই ধরো মাসে দেড়-দুইশো টাকা।

নীরা বলল, বাঃ! সুন্দর।

জাহিদ দ্বিধায় পড়ে যায়, আসলেই কি সুন্দর? নাকি উপহাস করছে?

টাকা না থাকায় কোনো সমস্যা নেই জাহিদের, নীরার মতো একটা মেয়ে তাকে ভালোবাসে এটাও লাখ টাকার সমান।

জাহিদ এটা নিয়ে ভাবতে ভালোবাসে। যদিও এখন এসব ভাবনার সময় নেই। নীরা রান্না করবে সম্ভবত। কিন্তু কী রান্না করবে বুঝছে না। ঘরে বাজার বলতে কিছু নেই।

নীরা বলল, তোমার কাছে সম্ভবত টাকা নেই।

জাহিদ বেশ উচ্চকিত কণ্ঠে বলল, আরে টাকা থাকবে না কেন। বলো কী কারণ? আছে।

মানিব্যাগ দেখাও। নীরা হাসতে হাসতে বলল।

জাহিদ বলল, মানিব্যাগ দেখাতে হবে না। তোমার কী লাগবে বলো।

নীরা বলল, শোনো জাহিদ ধার করে আরেকজনের কাছে বড়ো হওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নাই। আমি টাকা দিচ্ছি তুমি কিছু বাজার নিয়ে আসো। একটা মুরগি আনবে। আর বাকি সব আনবে তোমার পছন্দে।

জাহিদ মাথা নিচু করে টাকাটা নেয়।

নীরাকে বলে তুমি শুয়ে শুয়ে পত্রিকা পড়ো। বলেই নীরাকে দেওয়ার জন্য পুরো ঘর খুঁজে একটা পত্রিকা পায় না।

নীরা আবার হাসে। হাসতে হাসতে তার ব্যাগ থেকে আজকের একটা পত্রিকা বের করে। জাহিদকে পত্রিকাটা দেখি বলে, জাহিদ আমি নিয়ে এসেছি। তুমি টেনশন কোরো না। আমি পড়ছি।

জাহিদ এবার লজ্জায় পড়ে যায়। মেয়েটা এত স্মার্ট কেন? সে ঠিক করে এই স্মার্টনেসের কথাটা একদিন বলবে নীরাকে। কিন্তু সরাসরি এই কথাটা বলার সাহস জাহিদের নাই। সে অন্যভাবে কী করে বলা যায় ভাবছে। পেলেই বলে দেবে।

নীরা জাহিদকে ডাকে। অ্যাই যাবা না নাকি?

জাহিদ অপরাধীর মতো চেহারা করে বলে, সরি। এখনই যাচ্ছি।

দরজায় দাঁড়িয়ে জাহিদ আবার ডাকে। নীরা।

কী?

জাহিদ বলে, আমরা একদিন পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারে যাব।

নীরা বলে, কী বলো? কক্সবাজারই তো সবচেয়ে দীর্ঘ।

জাহিদ বলে, না। তোমার সমুদ্র সমান হৃদয় কেউ না দেখলে সেটা বলবেই। আমার কাছে তোমার হৃদয় সমুদ্রের সৈকতই সবচেয়ে দীর্ঘ।

নীরা হাসে। আচ্ছা যাব। আগে তুমি বাজারে যাও।

জাহিদ খুশি হয়। যাবে তো?

অবশ্যই। নীরা জবাব দেয়।

ঠিক আছে। আমরা একটা পুরো দিন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব।

নীরা বলে, না বাবা। আমার এত সাধ নেই। আমার পা ব্যথা হয়ে যাবে।

তাহলে চেয়ার নিয়ে বসে থাকব।

নীরা বলে, শোনেন জাহিদ সাহেব। সমুদ্রের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে থাকা বেয়াদবি। সমুদ্র মানুষের ছুটোছুটি, আনন্দ দেখতে চায়। বসে থাকা গম্ভীর অবস্থায় দেখতে চায় না।

বাঃ কী সুন্দর বললে! জাহিদ মুগ্ধতা নিয়ে বলে। আমি তো তাহলে ঠিকই বলেছি তুমি ভেতরে একটা সমুদ্র লালন করো। না হলে এসব জানার কথা না।

আরে বাবা বাদ দাও তো। একটু বাজারে যাও। আসলে রান্না করে কিছু খাই।

জাহিদ এবার হনদন্ত একটা ভাব করে। এবার সত্যি যাচ্ছি। ডাকলেও আসব না।

নীরা হাসে। আমি ডাকবও না। যাও তাড়াতাড়ি।

জাহিদ বাজার করে এসে দেখল নীরা ঘুমাচ্ছে।

কী অদ্ভুত দৃশ্য।

জাহিদ যত আওয়াজ নিয়ে এসেছিল, ততটা নিশ্চুপ হয়ে গেল। প্রেমিকার মাথার কাছে বসে রইল বাধ্য প্রেমিকের মতো। সে চায়, এই ঘুম না ভাঙুক। এমন ঘুমের দৃশ্য দেখলে হাজার বছর না খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

জাহিদ ভাবতে ভাবতে দেখল নীরা তাকিয়ে আছে।

তাকিয়েই জাহিদকে ব্রিবত করে দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই মনের ভেতরে কোনো কবির জন্ম হয়েছিল?

জাহিদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আরে না। আমি কি কবি নাকি? শোনো নীরা আমার মধ্যে একটা খুনি বাস করে। যার ভেতরে জমাট জিঘাংসা। খুনি এবং কবি একই লোক হতে পারে না। খুনিরা কবি হয় না। প্রকৃত কবিরাও খুনি হতে পারে না।

নীরা জাহিদের কোনো বিষয়কে ভয় পায় না। এই এক বিষয় ছাড়া। জাহিদ এটা প্রায়ই বলে। তার ভেতরে একটা খুনি বাস করে। কেন বলে সে জানে না। নীরা যতবার এই টপিকে আলোচনায় পড়ে যায়, ততবারই টপিক চেঞ্জ করে ফেলতে চেষ্টা করে দ্রুত। নীরা উঠে দাঁড়ায়। কী বাজার এনেছ?

তুমি যা বলেছ সব।

তাহলে তুমি এবার ঘুম দাও। আমি রান্না করি। শেষ করেই তোমাকে ডাকব।

জাহিদ বলে, না। তোমাকে রান্না করতে দেখব না? এ সুযোগ কি হেলায় হারানো যায়?

নীরা এবার চোখ বড়ো করে তাকায়, জাহিদ আমি আগেও অনেকবার তোমার এখানে রান্না করেছি। তুমি দাঁড়িয়ে দেখেছ। আবার আজ কেন?

জাহিদ বাচ্চা ছেলের মতো আচরণ শুরু করে। না। প্রতিবারই দেখব। তোমাকে দেখার মধ্যে আমার কোনো ক্লান্তি নেই।

নীরা জাহিদের দিকে তাকায়। শোনো জাহিদ তুমি যতটুকু প্রেম লালন করো আমার জন্য ততটুকু দেখাবে। বেশি প্রেম ভাব দেখানোর কিছু নাই। আমি তো তোমাকে ভালোই বাসি। তুমি আর কী করবে নতুন করে?

নীরা সব সময়ই এমন বোল্ড। মাঝে মাঝে তার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এবারও হয়েছে জাহিদ।

নীরা বলল, কেন অতি প্রেম দেখাবে? প্রেমেরও অপচয় হয়। তুমি এই প্রেম অন্য কোথাও দেখাতে পারবে।

জাহিদ কথা বাড়াতে চায় না। সে বুঝে গেছে যা বলবে তাতেই বিপদে পড়বে।

নীরার কাছে বিদায় নিয়ে জাহিদ ঘুমাতে যায়। যাওয়ার আগে বলে, আমি হয়তো ঘুমিয়ে যাব বিছানায়, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকবে তোমার রান্নাঘরে।

নীরা হেসে দেয়। তুমি কি এমনই? নাকি এমন হওয়ার চেষ্টা করছ?

আমি এমনই। জাহিদ জবাব দেয়।

নীরা এবার নড়েচড়ে বসে। তার রান্নাঘরে যেতে হবে। ভালো একটা কিছু রান্না করতে হবে। জাহিদ অনেকদিন পরপর এমন হাতের রান্না খায় তাকে কোনোভাবে হতাশ করা যাবে না।

নীরা জানতে চাইল, মুরগি কিভাবে রান্না করব? আলু দেবো?

জাহিদ বলল, আলু পটোল পেপে যা খুশি দাও। তুমি রান্না করছ এটা যেমন আমার এবং মুরগির জন্য আনন্দের। তেমনি আলু পটোল পেঁপেদেরও।

নীরা দাঁত মুখ বাঁকা করে বলল, ঢং তো কম শেখোনি।

জাহিদ জিজ্ঞাসা করল, আমার ঢং কি তোমার ভালো লাগে?

নীরা এবার জবাব দিলো না। কাজে ব্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করল।

এলাকার দুটো ছেলে জাহিদকে ভলোভাবেই পেয়ে বসেছে। একজনের নাম আনিস। একজন রিপন। সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করে নাকি। মুভমেন্ট ফর চেঞ্জ।

প্রথম যখন এসেছে জাহিদের কাছে জাহিদ জানতে চেয়েছে, সমাজ পরিবর্তন আসলে কী?

তারা দুজনই একসাথে জবাব দিয়েছে এই যে সমাজব্যবস্থা এটা আমরা চাই না।

জাহিদ অবাক হয়। তাহলে কী চাই?

আনিস বলল, আমরা এমন এক সমাজব্যবস্থা চাই যেখানে কোনো অপরাধ থাকবে না। থাকবে না কোনো হানাহানি, ঘৃণা।

জাহিদ ভাষণ শুনতে পারে না। ভাষণ শুনলে তার প্রভাবশালীদের কথা মনে পড়ে। সে প্রভাবশালীদের নিতে পারে না। সে থামিয়ে দেয়। ভাই। আমি এসব বুঝি না। আমাকে বাদ দেন।

তারা মন খারাপ করে চলে গেলেও আবার আসে এটা নিয়ে কথা বলতে। রিকোয়েস্ট করে আপনি আমাদের সাথে থাকুন।

জাহিদ বলে আচ্ছা। কিন্তু বেশি থাকতে পারব না। অল্প অল্প করে থাকব।

তারা রাজি হয়। ওকে। অল্প অল্প করেই থাকেন। নো প্রবলেম। কিন্তু তারা তাদের কথা ঠিক রাখতে পারে না। কিছু হলেই জাহিদের কাছে চলে আসে। আর বিচিত্র যত আইডিয়া আছে তার বাস্তবায়নের জন্য তাদের কাছে সম্ভবত জাহিদের চেয়ে যোগ্য লাগে না আর কাউকে।

আজও এসেছে। তারা একটা ক্লাব করেতে চায়। মধ্যবিত্ত ক্লাব।

জাহিদ সব সময়ই তাদের একটাই প্রশ্ন করে। এত বড়ো একটা বিষয়ে আমার কাছে কেন?

ছেলেগুলোও একই উত্তর দেয় নিয়মিত, আপনাকে আমরা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করি। আপনার চেহারার মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ ভাব আছে। আর সমাজ পরিবর্তনের জন্য আমরা যে মানুষ খুঁজছি আপনি সেই টাইপের। তাই বলা। আপনাকে করতে হবে এমন কথা নেই।

জাহিদ বলে, চেহারা দেখে মানুষ কেমন সেটা নিশ্চিত হওয়া ঠিক না।

তারা মাথা নাড়ে। ঠিক। তারপরও আপনার চেহারায় একটা আপন আপন ব্যাপার আছে।

এবার জাহিদ বলে, আচ্ছা। আমি একটু ভাবি। তারপর জানাই আপনাদের।

ছেলেগুলো রাজি হয়।

বিষয়টা নিয়ে নিজেও একটা ভাবনার মধ্যে পড়ে। তারা আজ এসেছে একটা ক্লাবের কনসেপ্ট নিয়ে। তারা একটা ক্লাব করতে চায়। মধ্যবিত্ত ক্লাব। তাদের কথা হচ্ছে, ধনীদের নানান ক্লাব আছে। গরিবদের আছে সমবায় সমিতি। মধ্যবিত্তদের কিছু নেই। তবে ক্লাবটিতে জয়েন করা নিয়ে একইসঙ্গে সে আতঙ্কগ্রস্তও। নীরা শুনলে রক্ষা নাই। নীরা তাকে কোনো কিছু সহ্য করতে পারে না।

নীরার মতে, জাহিদের জন্ম হয়েছে শুধু তাকে নিয়ে ভাববার জন্য।

জাহিদও মানে ঘটনা সত্যি। কিন্তু এই আইডিয়া তার নিজেরও খুব ভালো লাগছে। তার কথা হচ্ছে, একজন মানুষের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতাও আছে। সেজন্য কিছু কাজও করা উচিত।

এই ক্লাব সৃষ্টির মাধ্যমে কী দায়বদ্ধতা দেখানো যায়, সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে জাহিদ। দুদিন ধরে ভাবছে। কোনো দায়বদ্ধতা পাচ্ছে না। সে জানে সেটা না পেলে মহাবিপদ। নীরাকে

অবশ্যই ব্যাখ্যা দিতে হবে। ব্যাখ্যা দেওয়াটাই বড়ো বিষয় না ব্যাখ্যায় নীরাকে মুগ্ধ করতে হবে। নীরা জাহিদে মুগ্ধ হতে চাওয়া মেয়ে। মুগ্ধ না হলে সে কোনো কিছুই সহ্য করতে পারে না।

সে ভাবতেই থাকে। অন্য যে-কোনো ভাবনাতে সে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকলে সমাধান চলে আসে। এটা কিছুতেই আসছে না।

সকালে হাঁটতে গেল। রুমে এসে ভাবল এই বুঝি পেয়ে গেল। কাজ হলো না।

বাসায় এসে এক কাপ চা বানিয়ে খেলো। মনে হয়েছিল এতে কাজ হবে। হয়নি।

তারপর ভাবল রেস্টুরেন্টে গিয়ে সময় নিয়ে নাস্তা করা যাক। একটা কিছু পাওয়া যাবে। রেস্টুরেন্টে প্রচুর মানুষ আসে। যুগে যুগে মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান এসেছে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে। মানুষের সমস্যাগ্রস্ত মুখ সমস্যার সমাধান দেখিয়েছে।

জাহিদ তাই খুব সাবধানে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে রেস্টুরেন্টে ঢুকছে। সমাধান এখানেই। ঢুকতেই চোখে পড়ল রেস্টুরেন্টের মালিক রহমতউল্লার মুখ। এই মুখে কোনো সমাধান নাই। থাকারও কথা না। এই মুখে শুধু টুথপিক। এলাকায় কথিত আছে, তিনি কেবল দাঁত খোঁচানোর জন্যই তিনবেলা মাংস খান। দাঁত খোঁচানোটাকে তিনি নেশার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তার সিগারেটের নেশার চেয়ে দাঁত খোঁচানোর নেশা বেশি। কিছুক্ষণ পরপর নতুন নতুন টুথপিক নিয়ে মুখে গুঁজে দেন।

জাহিদ তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রথম থেকে একটা একটা করে টেবিলের দিকে তাকাল। মানুষের মুখ দেখার চেষ্টা করল। সবগুলো চেহারায় আনন্দের চিহ্ন। আনন্দে সমাধান পাবে না হয়তো। সে এবার সবচেয়ে পেছনের টেবিলে তাকাল। একজন চেহারায় খুব বিষাদ নিয়ে পরোটা দিয়ে চা খাচ্ছেন। পরোটার সংখ্যা একটাই। সেটাই খুব সময় নিয়ে খাচ্ছেন।

জাহিদ বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার মনে হলো সে সমাধান পেয়ে গেছে। এই যে মানুষটি। নিশ্চয়ই মধ্যবিত্ত হবে। না হলেও সমস্যা নাই। তার দায়বদ্ধতার ব্যাখ্যা সে পেয়ে গেছে। তার মধ্যবিত্ত ক্লাব করার কারণ হচ্ছে, মধ্যবিত্ত মানুষেরা তাদের কথা কাউকে বলতে পারে না। মন খারাপ থাকে তাদের। নিজেরা একান্তে চোখের জল ফেলে। দম আটকা এক সমাজে বাস করে তারা। তাই মধ্যবিত্তরা এই ক্লাবে এসে তাদের বলবে। একজন মধ্যবিত্ত আরেকজন মধ্যবিত্তকে বলবে। সেখান থেকে সমাধানের উপায় খুঁজবে। জাহিদ ব্যাখ্যা পেয়ে যারপরনাই এমন উত্তেজনায় রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। বের হয়েই নীরাকে ফোন দিলো, শোনো কিছু ছেলের সাথে আমি একটা মধ্যবিত্ত ক্লাব করতে চাচ্ছি এলাকায়।

নীরা কিছু বলল না।

আবির বলল, আইডিয়াটা কেমন?

সস্তা এবং চমক দেওয়ার চেষ্টামাত্র। নীরা ভাবলেশহীন কণ্ঠে উত্তর দিলো।

জাহিদ দমে গেল না। সে জানে এই ক্লাবের উদ্দেশ্য জানলে, নীরা এসব বলতে পারত না।

জাহিদ তাই দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শুরু করল, শোনো। কেন করেছি এটা জানো?

না জানি না।

আগে জেনে নাও। তারপর এসব বোলো। বলব?

বলো। নীরা কিছুটা রাগ আর বিরক্ত নিয়ে বলে।

শোনো, এটা তো জানো মধ্যবিত্ত মানুষেরা তাদের কথা কাউকে বলতে পারে না। তারা এই ক্লাবে এসে বলবে। একজন মধ্যবিত্ত আরেকজন মধ্যবিত্তকে বলবে।

নীরা এবার বেশ বিরক্ত নিয়ে বলল, বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের বৈশিষ্টই হচ্ছে, তারা সবকিছু চেপে রাখতে জানে। নিজের দুঃখ কারো সাথে শেয়ার করে না। যদি আয়োজন করে শেয়ারই করে তাহলে

আর মধ্যবিত্তের কী রইল তাদের মধ্যে?

জাহিদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কথা তো ঠিক। এভাবে তো ভেবে দেখিনি। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর নীরাকে বলল, আচ্ছা, এটা ঠিক বলেছ। দেখি কী করা যায়।

সে ফোন রেখে এলাকার ওই ছেলেগুলোকে ফোন দিলো। তাদের জানিয়ে দিলো অনিবার্য কারণবশত সে মধ্যবিত্ত ক্লাবে থাকতে পারছে না।

প্রথমজন বলল, আচ্ছা ভাই ঠিক আছে।

তবে দ্বিতীয়জন খুব সহজে মেনে নিল না ব্যাপারটা। তার মনে অজানা সন্দেহ দানা বেঁধেছে। লোকটাকে দেখে তো মধ্যবিত্ত মনে হয়েছে। কী এমন হলো, এমন প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দিলো? কোথাও অনেক টাকা পেয়েছেন নাকি? না বড়োলোক শ্বশুর?

তাদেরকে বলতে পেরে জাহিদ কিছুটা ভারমুক্ত হলো।

ফোন রেখে আবার রেস্টুরেন্টে ঢুকল। নাশতা খাওয়া দরকার। খিদে লেগেছে খুব।